প্রস্তাবনা

(*Preamble*)

১. ইতিহাস পাঠ কেন ?
Why Study History ?

মানুষ বর্তমানে বসবাস করে, অনাগত ভবিষ্যতের কল্পচিত্র অঙ্কন করে, সদ্যবিগত অতীতকে স্মরণ করে, কিন্তু সুদূর অতীত? মানুষের পূর্ব- পূর্ব-মানুষের জীবনবৃত্তান্ত তার কাছে অজানা থাকে। অতীতের গর্ভগৃহে সে-সব মানুষের ইতিবৃত্ত অনাদিকাল থেকে পুঞ্জিভূত থাকলেও মহাকাল মৌনী হয়েই থাকে — মানুষের ইতিবৃত্ত মানুষের গোচরীভূত হয় না। মানুষের ইতিবৃত্ত মানুষের কাছে অজানাই থেকে যায়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি কালের মানুষ অতীতের গর্ভগৃহ থেকেই উত্থিত হয়েছে। প্রতিটি যুগের মানুষ অতীতের গর্ভজাত সন্তান—অতীতের লালিত ও পালিত সন্তান। মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, যেসব পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান ক'রে লজ্জা নিবারণ করে, যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার ক'রে ক্ষেত-খামারে শষ্য উৎপাদন করে, কল-কারখানায় প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করে, তার আশ্রয়ের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করে, সেসবই অতীতের নাম জানা ও নাম অজানা মানুষেরই অবদান। মানুষের রাজনীতি, সামাজিক আচার বিচার, তার ধর্ম দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান এসবই অতীতের গর্ভগৃহ থেকেই উত্থিত হয়েছে। মানুষের উত্থান-পতনের, যুদ্ধ-বিগ্রহের, প্রেম-ভালবাসা ইত্যাদির সমুদয় ইতিবৃত্ত অতীত কেবল তার অসীম পরিসর গর্ভগৃহে সঞ্চিত রাখে, সে-সব প্রকাশের দায়ভার বহন করে না। কবি বলেছেন :

> "তুমি জীবনের পাতায় পাতায় অদৃশ্য লিপি দিয়া
> পিতামহদের কাহিনী লিখিছ মজ্জায় মিশাইয়া।
> যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
> তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
> বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে বও।
> ভাষা দাও তারে, যে মুনি অতীত, কথা কও, কথা কও।।" — রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু মহাকাল তো কথা বলে না, মৌন হয়েই থাকে। তার কথা বলবার ভার কথকের, ইতিহাসবিদের। যুগে যুগে ইতিহাসবিদরাই সুদূর অতীতের লোকমান্য লোকপ্রসিদ্ধ জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির জীবন-আলেখ্য ও জীবনদর্শন বর্ণনার পাশাপাশি পশ্চাদপট স্বরূপ তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক চিত্র অঙ্কন করেছেন। সদূর অতীতকে জানতে হলে এইসব ইতিহাসবিদের লেখনীর মাধ্যমেই অতীতের গর্ভগৃহে সঞ্চিত রত্নভাণ্ডার থেকে অতীতের ঘটনাবলীকে সংগ্রহ করতে হয়। পুরাতত্ত্ব বা ইতিহাসই সুদূর অতীতকে জানার একমাত্র মাধ্যম। ইতিহাস পাঠ অনাবশ্যক নয়, একান্ত আবশ্যক।

২. (পাশ্চাত্য) দর্শনের ইতিহাস পাঠ কেন?
Why Study the History of (Western) Philosophy ?

'জ্ঞানের অন্য কোন বিভাগে ইতিহাস সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান যতটা প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তদাপেক্ষা বেশি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হল দার্শনিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে।'[১] জ্ঞানের অপরাপর বিভাগে ইতিহাসের জ্ঞান প্রয়োজনীয় হলেও দার্শনিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে পুরাবৃত্তের জ্ঞান সবিশেষ প্রয়োজনীয়। 'ইতিহাস বা পুরাবৃত্ত

---

১. In no other department is a thorough knowledge of history so important as in Philosophy'. History of Modern Philosophy. R. Falkenberg. P. 1..

সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে, আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে শিক্ষিত (educated) বলি না।'[১] আমরা মনে করি, একজন শিক্ষিত মানুষকে জানতে হবে তার দেশের, ইউরোপের, এমনকি সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস—তার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অগ্রগতির ইতিহাস, তার শিক্ষাসুলভ, শিল্পসুলভ ও রুচিসুলভ অগ্রগতির ইতিহাস।

কিন্তু এসব জানলেই একজন মানুষকে, সঠিক অর্থে, 'শিক্ষিত' (educated) বলা যাবে না, এসবের সঙ্গে কিছুটা দর্শনসম্মত জ্ঞানের, দার্শনিকের জীবন-চরিতের জ্ঞানও প্রয়োজনীয়। একজন শিক্ষিত ইংরেজকে যেমন জানতে হবে মহামতি আলফ্রেড (Alfred the Great), এলিজাবেথ (Elizabath), ক্রমওয়েল (Cromwell), নেলসন (Nelson), এমনকি নরম্যান-আগ্রাসনের (Norman invation), শিল্পবিপ্লবের ইতিবৃত্ত ইত্যাদি, তেমনি তাকে, অন্ততপক্ষে কিছুটা, জানতে হবে রোজার বেকন ও ডান্‌স্ স্কটাস, (Roger Bacon and Duns Scotus) সম্বন্ধে, ফ্র্যান্‌সিস্ বেকন এবং হব্‌স্ (Francis Bacon and Hobbes) সম্বন্ধে—তাদের প্রত্যেকের জীবন-দর্শন সম্বন্ধে। তেমনি যে শিক্ষিত ইংরেজ প্রাচীন গ্রীস ও রোমের (Greece and Rome) ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুটা পরিচিত সে যদি ইউরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎসরূপে সোফোক্লেস (Sophocles) ও ভার্জিল (Vergil) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে তাহলে সেটা তার কাছে প্রচন্ড লজ্জার বিষয় হবে। এবং সর্বোপরি ইউরোপের দর্শনের শিরোমণিরূপে দুজন দার্শনিকের, বিশ্বের দিকপাল দুজন দার্শনিকের — প্লেটো (Plato) এবং অ্যারিস্টটলের — জীবন ও দর্শন সম্পর্কেও তাকে কিছুটা অবহিত হতে হবে।

ইতিহাস তো কয়েকটি মাত্র বিষয়ের ইতিহাস নয়, দর্শনেরও ইতিহাস আছে এবং একজন রুচিবান শিক্ষিত মানুষকে অপরাপর বিষয়ের ইতিহাসের সঙ্গে দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধেও অবহিত হতে হবে। একজন শিক্ষিত সংস্কৃতিবান মানুষ দান্তে (Dante), শেক্সপিয়ার (Shakespeare), গোথ (Goethe) প্রমুখ সম্বন্ধে যেমন অধিকাধিক জ্ঞান সঞ্চয় করবে, সেইসঙ্গে তার জ্ঞানের পরিধিকে প্রসারিত করে সেন্ট অগাস্টিন (St. Augustine), থমাস এ্যাকুইনাস্ (Thomas Aquinas), দেকার্ত (Descarts), স্পিনোজা (Spinoza), কান্ট (Kant) এবং হেগেল (Hegel) সম্বন্ধেও কিছুটা অন্তত জ্ঞান সঞ্চয় করতে হবে। আমাদের কেবল মহাবলী যোদ্ধা বিজেতার ইতিহাস জানলেই হবে না, পাশাপাশি ইউরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্রষ্টা দার্শনিকদের ইতিহাসও জানতে হবে। নন্দনতত্ত্বের রূপকার চিত্রকর ও ভাস্করের পাশাপাশি প্লেটো, অ্যারিস্টটল, সেন্ট অগাস্টিন, সেন্ট থমাস এ্যাকুনাসের অবদান, যা ইউরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে উন্নত করেছে, তাঁদের সম্পর্কেও ইতিহাস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

একথা অবশ্যই বলা যাবে না যে, শেক্সপীয়রের রচনা পাঠে নিমগ্ন হয়ে অথবা মাইকেল-এঞ্জেলোর (Michel Angelo) শিল্প-সৃষ্টির প্রতি আত্মমগ্ন হয়ে আনন্দ লাভ করা সময়ের অপচয় মাত্র, কেননা ঐসব রচনা ও শিল্পকর্ম স্বতঃমূল্যবান, যে মূল্য রচনাকার ও শিল্পীর মৃত্যুর পর থেকে অদ্যাবধি কিছুমাত্র হ্রাস হয়নি, পরন্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে, একথাও বলা যাবে না যে, প্লেটো অথবা অ্যারিস্টটল অথবা সেন্ট অগাস্টিনের তত্ত্বচিন্তার প্রতি আত্মমগ্ন হওয়া সময়ের অপচয় মাত্র, কেননা সেসবও স্বতঃমূল্যবান বিষয়রূপে যুগ যুগ ধরে মানুষের অর্ন্তলোককে আলোকিত করেছে। রুবেন্‌স্-এর পরবর্তী কালগুলিতে অনেক চিত্রকর অনেক চিত্র অঙ্কন করেছেন কিন্তু তাতে রুবেন্‌স্-এর কালজয়ী চিত্রণের মর্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি ; একইভাবে, প্লেটোর পরবর্তী কালগুলিতে অনেক চিন্তাবিদ অনেক দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করেছেন যদিও তাতে প্লেটোর দর্শনচিন্তার সৌন্দর্য, গভীরতা ও মূল্য জ্ঞানপিপাসুর কাছে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি।[২]

---

১. We would scarecly call anyone 'educated' who has no knowldege whatsever of hisotory. A History of Philosophy. Vol. - I. F. Copleston. P. 1

২. "Other artists have lived and painted since the time of Rubens, but that does not lesson the value of Rubens' work : other thinkers have philosophised since the time of Plato, but that does not destroy the interest and beauty of his Philosophy." A History of Philosophy. F. Copleston. Vol. 1. P. 2.

'দার্শনিকগণ একইসঙ্গে কার্য এবং কারণ'[১] ঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থার, সমকালীন রাজনীতি ও সমাজনীতির কার্য, আবার সেসবের সংস্কার সাধনের কারণ। কোনো দার্শনিকের দার্শনিক তত্ত্বই তাঁর স্বপরিকল্পিত নয়, তার পশ্চাতে নানা দিক থেকে নানা প্ররোচনা থাকে—দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সুব্যবস্থার বা অব্যবস্থার প্ররোচনা। দার্শনিকের দর্শনচিন্তা এইসব পারিপার্শ্বিক অবস্থারই ফসল বা **কার্যফল**। তেমনি আবার দার্শনিক তাঁর জীবনমুখী রাষ্ট্রতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের মধ্য দিয়ে সেসবের সংস্কার সাধনের **কারণরূপে** গ্রাহ্য হন।

মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায় যে, যুগে যুগে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী, ধর্মবোধ, নীতিবোধ, সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা ইত্যাদি সেইসব যুগের দর্শন-চিন্তার দ্বারাই নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছে। যুগে যুগে বিভিন্ন দার্শনিকের ভাবধারার প্রভাবে মানব-সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, এমনকি বিজ্ঞানের জগতেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। 'মানুষকে লক্ষ্যরূপে ব্যবহার করো, উদ্দেশ্যরূপে নয়'—জার্মান দার্শনিক কান্টের (Kant) এই অভিমতটি বিভিন্ন দেশের শাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে মানবতা বোধের সঞ্চার করেছে এবং এই মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিতে অপরাধীর শাস্তিবিধান-সংক্রান্ত প্রচলিত ব্যবস্থাগুলির সংশোধন করা হয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও দর্শনের প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমেরিকার সংবিধান বা শাসনতন্ত্রের উল্লেখ করা যায়, যেখানে ইংরেজ দার্শনিক জন লকের (Locke) রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুসারে রাজার পরিবর্তে একজন রাষ্ট্রনায়ক বা রাষ্ট্রপতির ওপর রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা অর্পণ করা হয়। ইতিহাসের পথ ধরে এভাবেই সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখ প্রাচীন দার্শনিকগণ এবং আধুনিক কালের দেকার্ত, লক, কান্ট প্রমুখ দার্শনিকগণ আমাদের চিন্তার জগতে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। **এইদিক থেকে বিচার করলে দার্শনিকরা সমাজ পরিবর্তনের কারণ**।

বিভিন্ন যুগে পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদের জন্য আবার বিভিন্ন দার্শনিকের দার্শনিকতত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন হয়। এমনকি পরস্পর-বিরোধী হয়। বাস্তবিকপক্ষে **দর্শনের ইতিহাস এমন এক দ্বন্দ্বময় তত্ত্বের ইতিহাস**। প্রাচীন কালের, এমনকি মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের দর্শনের ইতিহাসও এমন এক দ্বন্দ্বময় ইতিহাসের স্মারক।

প্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি একের দর্শনতত্ত্ব অন্যের দর্শনতত্ত্বের বিরোধিতা করেছে। যেমন প্রাচীন গ্রীসে সোফিস্টদের (Sophist) মতবাদের সঙ্গে সক্রেটিসের মতবাদের বিরোধ। আধুনিককালে লাইবনিজ (Leibnitz) ও উলফের (Wollf) মতবাদের সঙ্গে কান্টের (Kant) মতবাদের বিরোধ। দর্শনের ইতিহাস আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয় যে, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিজ, কান্ট প্রভৃতি প্রখ্যাত দার্শনিকের কাল থেকে অদ্যাবধি দর্শনের ইতিহাস এক দ্বন্দ্ব ও বিরোধের ইতিহাস — একের মতবাদ অন্যের মতবাদকে খণ্ডন করে অথবা তার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে।

তবে **এই দ্বন্দ্বময় ইতিহাসই দর্শনের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য**। দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই দার্শনিক তাঁর তত্ত্বদর্শনের সত্যাসত্য যাচাই করতে চান, যদিও সেই যাচাইকরণ কখনও সম্পূর্ণ হয় না এবং এটাই দর্শনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তবে প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি কোন দার্শনিক তাঁর তত্ত্বালোচনায় সত্যাসত্য নির্ধারণে সমর্থ না হলেও সেইসব তত্ত্বদর্শন মূল্যহীন নয়। 'তত্ত্বদর্শনের বৈশিষ্ট্যই এমন যে তার কোন সিদ্ধান্তই নিশ্চয়তার দাবী করতে পারে না, **তত্ত্বদর্শনের মূল্য নিহিত আছে তার অনিশ্চয়তায়**।'[২] দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায় যে, জগৎ ও জীবনকে কেন্দ্র করে অনেক জটিল প্রশ্নের সমাধান কখনো কখনো দর্শনে সম্ভব হয়েছে। তবে দর্শন যখন কোন বিষয় সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সমর্থ হয়েছে তখন তা দর্শনের পরিমণ্ডল থেকে পরিত্যক্ত হয়েছে এবং সেই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে নবীন এক বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছে। আর যেসব প্রশ্নের সদুত্তর আজও পাওয়া সম্ভব হয়নি সেইসব প্রশ্নের উত্তরই দর্শন অনুসন্ধান করে চলেছে।

---

১. "Philosophers are both effects and causes'. History of Western Philosophy. B. Russell. P. 7.

২. 'The Value of Philosophy is to be sought in its very uncertainty'. Problems of Philosophy, B. Russell. P. 9.

দর্শনের ইতিহাস আলোচনায় এটাই স্পষ্ট হয় যে, জগৎ ও জীবনের সেইসব মৌল প্রশ্ন নিয়েই দর্শন এযাবৎ আলোচনা করে চলেছে, মানুষের সীমিত জ্ঞান-সামর্থ্যের সাহায্যে যাদের সমাধান আজও সম্ভব হয়নি। বিশ্বজগতের কি কোনও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে অথবা বিশ্বব্যবস্থার মূলে হল অন্ধ জড়-পরমাণুর যান্ত্রিক নিয়ম? চেতনা কি বিশ্বব্যাপী বিশ্বের গুণধর্ম, যার মধ্যে অনন্তজ্ঞানের সম্ভাবনা প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত থাকে? অথবা নিতান্ত ক্ষুদ্র একটি গ্রহের, যা কোনও একদিন জীবনশূন্য মৃত গ্রহে পরিণত হবে, আকস্মিক ও ক্ষণকালীন বুদ্‌বুদসম ধর্ম ? ঈশ্বর কি আছেন? থাকলে তার স্বরূপ কী? মানবমন কি দেহ থেকেই জাত অথবা অতিরিক্ত অন্য কিছু? অতি প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি এইসব মহৎ প্রশ্ন দর্শনে উত্থাপিত হয়েছে এবং বিভিন্ন কালের বিভিন্ন দার্শনিক এইসব প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিয়েছেন যাদের কোন একটিকেও প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করা যায় না। তবে, এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া না গেলেও জ্ঞানপিপাসু দার্শনিক এ জাতীয় প্রশ্নের আলোচনা থেকে নিবৃত্ত হতে পারেন না। দর্শনের ইতিহাস পাঠ তাই নিষ্ফলা নয়। অতি প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত এ-জাতীয় প্রশ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার মাধ্যমে দর্শন আমাদের জ্ঞানতৃষ্ণাকে, অজানাকে জানার আকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত করে, জ্ঞানভাণ্ডারকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করে।

নিশ্চিতজ্ঞানের **সংকীর্ণ ও বদ্ধ পরিসরে আবদ্ধ থাকা দর্শনের অভিপ্রেত নয়।** নিশ্চিত জ্ঞানের প্রতি দর্শনের যতটা অনীহা, অনিশ্চিতের প্রতি তার আগ্রহ তদাপেক্ষা অনেক বেশি। 'দর্শনের মূল্য মূলত অনিশ্চয়তার মধ্যেই নিহিত আছে।'[১] রাসেল বলেন, 'যেসব প্রশ্নের আজও কোন উত্তর মেলেনি, যেসব সমস্যার আজও কোনও সমাধান হয়নি, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সেইসব বৃহৎ ও মৌল প্রশ্নই দার্শনিক প্রশ্ন, সেইসব সমস্যাই দার্শনিক সমস্যা।'[২] দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রকৃতপক্ষে সংশয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী, যেখানে অনুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণের কষ্টিপাথরে যাচাই না করে কোন কিছুকেই সত্যরূপে গ্রহণ করা হয় না। যথার্থ দর্শন (true Philosophy) গতিহীন কোন অবরুদ্ধ তত্ত্ব নয়, কোন বিষয়ের সংশাতীত পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব নয়। দর্শন আলোচনার কোন সমাপ্তি বা শেষ নেই, সেখানে শেষের পরেও অশেষকে জানবার কৌতূহল থাকে। দর্শনের ইতিহাস হল— সংশয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পারস্পরিক মতবাদের বিরোধিতার মাধ্যমে এবং বাদ প্রতিবাদ ও সম্বাদের (Thesis, antithesis and synthesis) ত্রিতরঙ্গের প্রবাহে প্রবাহিত হয়ে নিরন্তর সত্যের অন্বেষণ।

৩. প্রাচীন গ্রীক দর্শনের উৎপত্তি ও বিকাশ

Origin and Development of Early Greek Philosophy

'প্রাচীন কালে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের মানুষ যখন অতিকথা, পৌরাণিক কাহিনী ও বিচারবিযুক্ত ধর্মীয় আলোচনায় ব্যাপৃত থেকেছে, তখন একমাত্র গ্রীসের অধিবাসীদের মধ্যেই বিচারশীল দার্শনিক তত্ত্বালোচনার সূত্রপাত ঘটেছে।'[৩] অবশ্য প্রাচীন গ্রীসের এই পর্যায়েই দর্শন আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে এমন বলা যাবে না, কেননা পূর্ব-পূর্ব পর্যায়েও অতি প্রাচীন গ্রীসের মানুষের মনেও দার্শনিক তত্ত্বের উন্মেষ হয়েছে। তবে, সেই তত্ত্ব বিচারবিযুক্ত অবৈজ্ঞানিক এবং সেই পর্যায়টিও প্রাগৈতিহাসিক যার কোন নথিপত্র নেই, যার সবটাই অনুমানের বিষয়। কাজেই, যে 'প্রাচীন গ্রীকদর্শনের' কথা উল্লেখ করা হয় তা আসলে **পরবর্তী প্রাচীন গ্রীকদর্শন প্রসঙ্গে 'প্রাচীন দর্শন'**, নিরপেক্ষভাবে প্রাচীন দর্শন নয়। অর্থাৎ এই পর্যায়ের পূর্ব-পূর্ব পর্যায়েও — প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়েও—গ্রীসের অধিবাসীদের মধ্যে তত্ত্বদর্শন ছিল, যদিও সেই আলোচনা ছিল যুক্তিহীন ও অবৈজ্ঞানিক।

---

১. Ibid.

২. Do.

৩. 'Few of the ancient peoples advanced far beyond the mythological stage and perhaps none of them can be said to have developed a genuine philosophy except the Greeks'. A History of Philosophy, F. Thilly, P. 11.

উল্লেখযোগ্য যে, **'গ্রীক দর্শন' বলতে 'গ্রীস' নামক মূল ভূখণ্ডের** অধিবাসীদের **দর্শনচিন্তাকে বোঝানো হয় না, বোঝানো হয় গ্রীক জাতির দর্শন-ভাবনাকে, সেই ভাবনা গ্রীস নামক মূল ভূখণ্ড থেকেও হতে পারে, আবার মূল ভূখণ্ডের বাইরে থেকেও হতে পারে**। তবে যেখান থেকেই সেই দর্শনচিন্তা, দর্শনভাবনা হোক না কেন, তা হল গ্রীকজাতির দর্শনচিন্তা বা ভাবনা। এই দর্শনচিন্তা মূল-ভূখণ্ড গ্রীস থেকেও হতে পারে আবার মূল ভূখণ্ড গ্রীসের বাইরে সিসিলি (Cicily), এশিয়া মাইনর (Asia Minor) অথবা অন্য কোন দেশ থেকেও হতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে, 'গ্রীক দর্শনের উৎপত্তিস্থান হল এশিয়া মাইনরের (Asia Minor) সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চল — আইয়োনিয়া (Ionia)'। 'প্রাচীন গ্রীক দর্শন' বলতে তাই বোঝায় আইয়োনিয়ার অধিবাসীদের দর্শন'[১]। খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীতে বিদেশী শত্রু ড্যোরিয়দের আক্রমণে গ্রীসের মূল ভূখণ্ডের সুপ্রাচীন শিক্ষা-সংস্কৃতি Aegean Culture বিনষ্ট হলেও গ্রীক উপনিবেশ এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত আইয়োনিয়ার (Ionia) অধিবাসীরা সেই শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে সমর্থ হয় এবং এভাবেই আইয়োনিয়ার গ্রীক অধিবাসীদের মধ্যে থেকেই বিজ্ঞানসম্মতভাবে দর্শনচিন্তার উৎপত্তি ঘটে। 'প্রাচীন গ্রীক দর্শনকে তাই আওয়োনীয় সভ্যতার ফলশ্রুতি বলা চলে।'[২]

গ্রীকদর্শনের **তিনটি পর্যায়ের উল্লেখ করা যায়।***

প্রথম পর্যায়টি হল প্রাক-সক্রেটিস বা সক্রেটিস-পূর্ব দর্শন (Pre-Socratic Philosophy)। যদিও এই পর্যায়ে সোফিস্টদের দর্শনেরও উল্লেখ করতে হয়। সোফিস্টদের অনেকেই যেমন সক্রেটিসের পূর্ববর্তীকালে তাঁদের বিশেষ প্রকার দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেছিলেন তেমনি আবার তাঁদের অনেকেই সক্রেটিসের সমসাময়িক ছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে এই পর্যায়ে বা পর্বেই বিজ্ঞানসম্মতভাবে দর্শনচিন্তার উৎপত্তি হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়টি হল, সোফিস্টদের কাল থেকে অ্যারিস্টটলের কাল পর্যন্ত — যে পর্যায়ের অন্তর্গত হলেন সক্রেটিস এবং প্লেটো, এবং যে পর্যায়ে অ্যারিস্টিটল গ্রীকদর্শনকে চরম উৎকর্ষে উন্নীত করেন।

এবং গ্রীকদর্শনের সর্বশেষ **তৃতীয় পর্যায়টি** হল অ্যারিস্টটল পরবর্তী (post Aristotelian) পর্ব বা পর্যায়, যে পর্যায়ে গ্রীসের জাতীয়-তত্ত্বচিন্তার উৎকর্ষের পরিবর্তে চরম অবনতি ঘটে।

প্রথম পর্যায়ের **প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকরা ছিলেন মূলত প্রকৃতিবাদী বা নিসর্গবাদী (naturalist)** : বাহ্য প্রকৃতিই ছিল তাঁদের মূল আলোচ্য বিষয়। প্রকৃতির অন্তর্গত মূল সত্তা অর্থাৎ **দ্রব্যের (substance) স্বরূপ কী?** — এটাই ছিল তাঁদের প্রথম এবং মূল প্রশ্ন এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল, **পরিবর্তন সমস্যাকে (problem of change) কেন্দ্র করে**। কীসের তাগিদে মূল সত্তা এক ও অদ্বয় দ্রব্য পরিবর্তিত হয়ে এই বিশ্ব প্রকৃতির রূপ পরিগ্রহণ করে ? প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক **পারমিনাইডিস (Parmenides) এবং তাঁর অনুগামীদের মতে, অপরিনামী দ্রব্যই হল মূল সত্তা আর পরিবর্তন হল অবভাসমাত্র (appearance)। অপরপক্ষে হিরাক্লিটাস (Heraclitus) এবং তাঁর অনুগামীদের মতে, পরিবর্তনটাই সত্তা বা সত্য, আর অপরিণমী দ্রব্য অবভাসমাত্র।**

তবে, **সত্তার স্বরূপ কী?** — এ ব্যাপারে আইয়োনিও (Ionians) গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে মতৈক্য না থাকলেও **তাঁরা সবাই নিসর্গবাদী এবং অদ্বৈতবাদী (Naturalist and Monist)**। মূল সত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে দার্শনিকদের মধ্যে মতের মিল না থাকলেও তাঁরা সবাই সেই দ্রব্যসত্তাকে **'জড়ধর্মী'** (material) বলেছেন। যেমন, আইয়োনিয়ার আদি দার্শনিক থেলিসের (Thales) মতে সেই সত্তা হল **জল**, অ্যানাক্সিমেনেসের (Anaximenes) মতে **বায়ু**, হিরাক্লিটাসের (Heraclitus) মতে **আগুন**, ইত্যাদি। দেহ-মনের, আরও স্পষ্টভাবে, জড় ও আত্মার পার্থক্য ও বৈপরীত্য সম্বন্ধে, মানব-সভ্যতার এই পর্যায়ে, আইয়োনিয়ার গ্রীক অধিবাসীদের মধ্যে চেতনার উন্মেষ না হওয়ায় তাঁরা মূলত ছিলেন **জড়বাদী দার্শনিক ও অদ্বৈতবাদী**

---

১. The birthplace of Greek Philosophy was the sea-board of Asia Minor and the early greek philosopher were Ionians.' — A History of Philosophy. F. Copleston, Vol 1. P. 13.

২. 'Early Greek Philosophic thought is the ultimate product of Ionian Civilisation'. Ibid.

* A critical History of Greek Philosphy. W. T. Staces. P. 18 - 19.

(Materialist and Monist)। এই পর্যায়ের দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বহির্মুখী এবং বহির্মুখী দৃষ্টিভঙ্গীতে বহির্বিশ্বের জড়াত্মক স্বরূপই প্রকটিত হয়। অন্তর্মুখী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ না করলে অজড় সত্তার বা আত্মার ধারণার উন্মেষ হতে পারে না।

বাহ্য-প্রভাব (External influence) ঃ

এখানে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন হল, — এই পর্যায়ের যে প্রাচীন গ্রীকদর্শন তা কি গ্রীকজাতির, আইয়োনিয়ায় বসবাসকারী গ্রীক জাতির, নিজস্ব দর্শন অথবা বহিরাগত কোন দর্শন-চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত দর্শন ?

অনেকে মনে করেন যে, প্রাচীন গ্রীক দর্শন, আইয়োনিয় দর্শন, প্রাচ্য সংস্কৃতি ও শিক্ষার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত। একথা ঠিক যে প্রাচীন গ্রীসে গণিত (mathematics) ও জ্যোতির্বিদ্যার বিশেষ চর্চা ছিল না এবং গণিতের চর্চা প্রাচ্যের অর্থাৎ **পূর্বদেশের মিশরের (Egypt) গণিতবিদদের শিক্ষণের** দ্বারা, আর জ্যোতির্বিদ্যা ব্যাবিলনের (Babylon) জ্যোতির্বিদদের শিক্ষণের দ্বারা গ্রীসের চিন্তাধারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। তবে একথা মেনে নিয়েও বলতে হয় যে, পূর্বদেশীয় মিশর অথবা ব্যাবিলনের দ্বারা প্রাচীন **আইয়োনিয় দর্শন** বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হয়নি, যেহেতু গণিতচর্চা অথবা জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা দর্শনচর্চা বা তত্ত্বালোচনা থেকে স্বতন্ত্র প্রকৃতির।

অনেকে আবার প্রাচীন গ্রীক দর্শনের ওপর **প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের প্রভাবের** উল্লেখ করেন। কিন্তু এমন অভিমত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বাস্তবিকপক্ষে **'গ্রীকদর্শনের আদ্যন্ত চরিত্র পাশ্চাত্যধর্মী, ইউরোপীয় (European) এবং মজ্জাগতভাবে প্রাচ্য-বিরোধী।'**[১] তবে, অধ্যাপক স্টেস (W. T. Stace) বলেন, এমন ভ্রান্ত অভিমতের পিছনে একটি কারণ থাকতে পারে এবং তা হল, 'ভারতীয় পুনরাবির্ভাবের (Reincarnation — মৃত্যুর পর পুনরায় দেহ ধারণের) ধারণা, যে ধারণা সম্পূর্ণভাবে অতি প্রাচীনকালের ভারতীয়দের ধারণা এবং যে ধারণা প্রাচীন গ্রীসের পিথাগোরাস (Pythagorus) এবং তাঁর অনুগামীরা পোষণ করেছেন এবং কাল-প্রবাহে তা এম্পেডোক্লেস (Empedocles) ও প্লেটোর (Plato) দর্শনে সঞ্চারিত হয়েছে। তবে, 'প্রাচীন গ্রীক দর্শনে 'পুনরাবির্ভাবের' (reincarnation) ধারণার উৎসমূল ভারতীয় প্রাচীন দর্শন-চিন্তা' — একথা স্বীকার করা গেলেও ওই ধারণা গ্রীকদর্শনে উৎকর্ষজ্ঞাপক হওয়ার পরিবর্তে অপকর্ষজ্ঞাপক হয়েছে। প্রখ্যাত প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তার দর্শনে পুনরাবির্ভাবের ধারণাটির যথেচ্ছ প্রয়োগ করলেও সেই প্রয়োগ তাঁর দর্শনচিন্তাকে দোষদুষ্ট করেছে। গ্রীক দর্শন বিচার-বিশ্লেষণযুক্ত বিজ্ঞানসম্মত দর্শন যেখানে পুনরাবির্ভাবের ধারণাটি এক নেহাৎ অপ্রয়োজনীয় বিচার-বিযুক্ত ধারণা।

গ্রীকদর্শনের উৎস সন্ধানের জন্য মিশর, ব্যবিলন অথবা ভারতের উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। **গ্রীক দর্শন গ্রীক জাতিরই নিজস্ব দর্শন**। গ্রীক দর্শনের উৎস সন্ধান করতে হলে গ্রীক জাতির দর্শনচিন্তার শৈশব-অবস্থার সন্ধান করতে হবে, (অধ্যাপক স্টেসের ভাষায়, 'When it was in the Cradle) যে অবস্থাটিকে বলা চলে 'আরম্ভের প্রারম্ভিক অবস্থা (beginnings of a beginner)। গ্রীক দর্শনের আরম্ভের প্রারম্ভিক অবস্থাটি ছিল স্থূলবুদ্ধির অগঠিত (unformed) চিন্তা। এই দর্শনচিন্তা, বাইরের প্রভাববর্জিত গ্রীক জাতিরই নিজস্ব চিন্তা, যে অগঠিত স্থূল চিন্তার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালের বিশ্ববরেণ্য প্লেটো-অ্যারিস্টটলের উন্নত দর্শনচিন্তার উদ্ভব হয়।